তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২১

**বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা হবে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের সুনাগরিক**

 **-- এনামুল হক শামীম**

ঢাকা, ২০ মাঘ (৩ ফেব্রুয়ারি) :

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা হবে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের সুনাগরিক। তিনি বলেন, শতভাগ শিক্ষার হার নিশ্চিত করতে সরকার ইতোমধ্যে নানা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নৈতিক শিক্ষা দিয়ে নতুন প্রজন্মকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

আজ রাজধানীর আইডিইবি অডিটোরিয়ামে শরীয়তপুর জেলা শিক্ষা ট্রাস্ট আয়োজিত কৃতি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

একেএম এনামুল হক বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের হাতে এ বছর প্রায় ৩৫ কোটি বই তুলে দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বে এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ, ২০৩০ সালে মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে সরকার। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের বর্তমানকে উজাড় করে দিতে হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উপমন্ত্রী বলেন, তোমাদের সৌভাগ্য, তোমরা বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার মতো প্রধানমন্ত্রী পেয়েছো। যিনি সততায়, মেধায়, যোগ্যতায় ও দক্ষতায় সেরা। তিনিই একমাত্র রাজনীতিবিদ, যিনি পরবর্তী নির্বাচন নয়, পরবর্তী প্রজন্ম নিয়ে ভাবেন।

এনামুল হক শামীম আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগ্যের সাথে শরীয়তপুরের মানুষের ভাগ্য জড়িত। ১৯৯৬ সালের আগ পর্যন্ত শরীয়তপুরে মাত্র সোয়া কিলোমিটার রাস্তা পাকা ছিল। আওয়ামী লীগ টানা ৩বার ক্ষমতা আসায় শরীয়তপুরে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। তাই শরীয়তপুরের মানুষ বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা ও নৌকার প্রশ্নে কখনো আপোস করে না।

শরীয়তপুর জেলা শিক্ষা ট্রাস্টের সভাপতি অধ্যাপক নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শরীয়তপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য নাহিম রাজ্জাক, প্রফেসর হেদায়েতুল ইসলাম, সাবেক সচিব আনিস উদ্দিন মিয়া ও বিএম ইউসুফ আলী।

এ সময় ৬০ জন কৃতী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

#

গিয়াস/সিরাজ/রাহাত/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪২০

**আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পাহাড়ের উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে**

 **-- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

বান্দরবান, ২০ মাঘ (৩ ফেব্রুয়ারি )

 পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই পাবর্ত্য অঞ্চলের প্রতিটি প্রান্তে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে।

 আজ বান্দরবানের ২নং কুহালং ইউনিয়নের ভাঙ্গামুড়া পাড়ায় বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন শেষে স্থানীয় জনগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

 মন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় শান্তি চুক্তি করেছে। পাহাড়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে স্কুল কলেজ,মন্দির-মসজিদ-বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্ন উপজেলায় সড়ক নির্মাণসহ নানান উন্নয়ন কাজ করে যাচ্ছে। পার্বত্য জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে পর্যটন শিল্প প্রসারের পাশাপাশি এই এলাকার উৎপাদিত ফরমালিনমুক্ত বিভিন্ন ফল, শাক-সবজি দেশের বিভিন্ন স্থানে সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা আগের চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে অনেক বেশি স্বাবলম্বী হচ্ছে। এসময় স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সর্বস্তরের জনগণকে আওয়ামী লীগের পাশে থাকার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

 মতবিনিময় সভা শেষে মন্ত্রী স্থানীয় শীতার্ত মানুষের জন্য ১০০টি কম্বল, কৃষি সহায়ক উপকরণ হিসেবে ২০টি স্প্রে মেশিন, দুস্থ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ১০টি ছাগলসহ বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করেন।

 এর আগে মন্ত্রী ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নে ভাঙ্গামুড়া পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ কাজের উদ্বোধন, ভাঙ্গামুড়া পাড়া স্কুল ছাত্রাবাস নির্মাণ কাজের উদ্বোধন এবং ভাঙ্গামুড়া পাড়া বৌদ্ধ বিহার দেশনা ঘর নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন।

 অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বান্দরবান পার্বত্য জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো.জাহাঙ্গীর, জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অরুপ রতন সিংহ, পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য ক্যসাপ্রু, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান একেএম জাহাঙ্গীর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বান্দরবান ইউনিটের নির্বাহী প্রকৌশলী আবু বিন মোহাম্মদ ইয়াছির আরাফাত, সহকারী প্রকৌশলী সোমনাথ দাশ ও প্রেসক্লাবের সভাপতি আমিনুল ইসলাম বাচ্চুসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/সিরাজ/রাহাত/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৯০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৯

**শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা অর্জন করে ২০৪১ সালের স্মার্ট ও উন্নত বাংলাদেশ গড়তে হবে**

 **---স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

কুমিল্লা, ২০ মাঘ (৩ ফেব্রুয়ারি) :

২০৪১ সালে স্মার্ট ও উন্নত বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

আজ কুমিল্লার তিতাস উপজেলার লালপুর নজরুল ইসলাম উচ্চ বিদ্যালয়ের চার তলা ভবনের উদ্বোধন শেষে এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম।

জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ অর্জনের মাধ্যমেই বর্তমান পৃথিবীতে সম্পদ আয় করা যায় উল্লেখ করে মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, শিক্ষার্থীদের সেই লক্ষ্যে নিজেদের তৈরি করতে হবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেছিলেন যাতে শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন পান। তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করেছেন। এ সময় তিনি শিক্ষকদের সুনাম বজায় রেখে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়ার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেছেন। উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখতে মন্ত্রী শিক্ষার্থীদের তথ্য ও প্রযুক্তি শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যে বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে এক সময় উন্নত বিশ্ব সন্দেহ পোষণ করত, তারাই আজ বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বগুণেই আজ তা সম্ভব হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা-৬ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আ ক ম বাহাউদ্দীন বাহার ও কুমিল্লা-২ আসনের সংসদ সদস্য সেলিনা আহমাদ মেরী। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সেখ মোহাম্মাদ মহসিনসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

**#**

হেমায়েত/সিরাজ/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২৩/১৭৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮

**পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ালে ব্যবস্থা, না পড়েই প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন মির্জা ফখরুল**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ মাঘ (৩ ফেব্রুয়ারি )

 বিএনপি মহাসচিবকে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে মন্তব্য করার আগে পড়ে দেখার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘পাঠ্যপুস্তক নিয়ে ক্রমাগত বিভ্রান্তি ছড়ানো কোনোভাবেই সমীচীন নয়। যারা কোচিং করান এবং নোটবই ছাপান তাদের অনেকে যেমন বিভ্রান্তি ছড়ানোতে যুক্ত হয়েছেন, মির্জা ফখরুল সাহেবও পাঠ্যপুস্তক না পড়েই প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন।’ ‘পাঠ্যপুস্তক নিয়ে গুজব রটনার মতো কেউ বিভ্রান্তি ছড়ালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হব’, জানান তিনি।

 আজ ‘অমর একুশে বইমেলা’র সোহরাওয়ার্দী উদ্যান প্রাঙ্গণে নির্ধারিত বইয়ের মোড়ক উন্মোচন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ সব কথা বলেন।

 ‘পাঠ্যপুস্তক নিয়ে একটি মহল অহেতুক বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে’, উল্লেখ করে সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান বলেন, ‘১০/১১ বছর আগে পাঠ্যপুস্তকে কিছুটা ভুলভ্রান্তি ছিলো, সেগুলো তখনই সংশোধন করা হয়েছে। এখন যে কথাগুলো বলা হচ্ছে, সেগুলো ১০/১১ বছর আগেরই এবং পাঠ্যপুস্তকে যদি কোনো ভুল-ত্রুটি থাকেও সেগুলো সংশোধন করার জন্য দু'টি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সেই কমিটি প্রয়োজনে আলেম-ওলামাদের সঙ্গেও বসবে। যদি কোনো ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত হয় তাহলে সেগুলো সংশোধন করা হবে বলে ইতোমধ্যেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে।’

 ড. হাছান বিএনপিকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘আসলে কোনো ইস্যু নেই তো, এ জন্য এখন পাঠ্যপুস্তক নিয়ে লেগেছে। কোথায়, কোন পৃষ্টায় একটু বলুক না, ভুলটা কোথায় আছে। না পড়েই তারা মতামত দেয়। সেজন্যই মির্জা ফখরুল সাহেব সেটা নিয়ে বক্তব্য দিয়ে রাজনীতির হাতিয়ার বানানোর চেষ্টা করছে। আমি তাকে পাঠ্যপুস্তকগুলো আগে পড়ার জন্য বলবো।’

**অমর একুশে মেলায় চার বইয়ের মোড়ক উন্মোচনে তথ্যমন্ত্রী**

 এর আগে অমর একুশে গ্রন্থমেলার বইমোড়ক উন্মোচন মঞ্চে চারটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ।

 বঙ্গবন্ধুর গ্রন্থাবলম্বনে তথ্য ক্যাডার কর্মকর্তা আফরোজা নাইচ রিমার কাব্যগ্রন্থ ‘কবিতার আলোয় আমার দেখা নয়াচীন’ ও ‘কবিতার মায়ায় কারাভাষ্য’, কথাশিল্পী ইরানী বিশ্বাসের গবেষণা গ্রন্থ ‘বঙ্গবন্ধু : একজন স্বামী ও পিতা’ এবং সাংবাদিক ও সংস্কৃতি সংগঠক লায়ন মুহা: মীযানুর রহমানের প্রবন্ধ সংকলন ‘সময় এখন বাংলাদেশের’ -এ চারগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচনকালে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, পরিচালক ড. শাহাদাৎ হোসেন নিপু, গ্রন্থকারবৃন্দ, বায়ান্ন, পূর্বা ও অর্জন প্রকাশনীর প্রকাশকত্রয়, গণমাধ্যমকর্মী ও সংস্কৃতিসেবীরা উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/সিরাজ/রাহাত/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৭২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর:৪১৭

**রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি**

**আমানুল হাসান দুদু’র মৃত্যুতে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২০ মাঘ (৩ ফেব্রুয়ারি):

রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি আমানুল হাসান দুদু’র মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম।

এক শোকবার্তায় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মরহুম আমানুল হাসান দুদু’র রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

শোকবার্তায় মোঃ শাহরিয়ার আলম বলেন, আমানুল হাসান দুদু একজন দেশপ্রেমিক ও নিবেদিতপ্রাণ রাজনীতিবিদ ছিলেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দুঃসময়ে তিনি রাজশাহী আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাজশাহীবাসী তাঁর অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

উল্লেখ্য, আজ সকালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আমানুল হাসান দুদু মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

#

মোহসিন/সিরাজ/রাহাত/রফিকুল/লিখন/২০২৩/১৬৫২ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৬

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২০ মাঘ (৩ ফেব্রুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৩৩২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৯৩ হাজার ৭০০ জন।

**#**

কবীর/সিরাজ/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২৩/১৭১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৫

**জাতিসংঘ শান্তিবিনির্মাণ কমিশনের সহ-সভাপতি বাংলাদেশ**

নিউইয়র্ক, ৩ ফেব্রুয়ারি :

 জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত সর্বসম্মতিক্রমে ২০২৩ সালের জন্য জাতিসংঘ শান্তিবি নির্মাণ কমিশনের (পিবিসি) সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ২০২২ সালে কমিশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

 সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কমিশনের সদস্যগণ ২০২৩ সালের জন্য ক্রোয়েশিয়াকে সভাপতি এবং বাংলাদেশ ও জার্মানিকে সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করেন। গতকাল নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদরদপ্তরে রাষ্ট্রদূত মুহিত আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রোয়েশিয়ার নিকট কমিশনের সভাপতির পদ হস্তান্তর করেন।

 অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত কমিশনে সভাপতির দায়িত্ব পালনের সময় বাংলাদেশের প্রতি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিশ্বের সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বশান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। মুহিত আগামীতে কমিশনের কাজে বাংলাদেশের পূর্ণ সমর্থন অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

#

জুলফিকার/রবি/শামীম/২০২৩/১৫৩২ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৪

**রাজস্ব সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২০ মাঘ (৩ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৪ ফেব্রুয়ারি ‘রাজস্ব সম্মেলন’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী ‘রাজস্ব সম্মেলন-২০২৩’ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। একই সময়ে ঢাকার আগারগাঁওয়ে নবনির্মিত রাজস্ব ভবনের উদ্বোধন হচ্ছে, যা রাজস্ব সম্মেলনকে আরো অর্থবহ এবং স্মরণীয় করে রাখবে। এই শুভক্ষণে আমি দেশের জনগণ, করদাতা, রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মহান স্বাধীনতার পর অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ধারাবাহিক উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল দেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে ১৯৭২ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের গত ১৪ বছরের ধারাবাহিক উন্নয়ন এবং নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের ৪১তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ এবং উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে বিশ্বের বিস্ময়। আমাদের সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে আমরা দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) বাস্তবায়ন করছি এবং একটি সমৃদ্ধ রাজস্ব ভান্ডার গড়ে তোলার ওপর প্রাধান্য দিচ্ছি। এর সঙ্গে প্রয়োজনীয় পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষ, যুগোপযোগী ও জনবান্ধব রাজস্ব প্রশাসন গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছি।

রাজস্ব আয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়েই সরকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সেবা প্রদানের ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। তাই অভ্যন্তরীণ রাজস্ব ব্যবস্থা সুসংহত করার মাধ্যমে অর্থনীতির চাকা সচল রাখার পাশাপাশি সরকারি ব্যয় নির্বাহ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়নে এনবিআরের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ শীঘ্রই এলডিসি হতে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে এনবিআর রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় আধুনিকীকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অংশ হিসেবে ‘লক্ষ্যমাত্রা ১৭.২’ বাস্তবায়নে আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

রাজস্ব সম্মেলন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একটি চমৎকার উদ্যোগ; একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস। এই সম্মেলনের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণে আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিনিময় এবং সহযোগিতা সম্প্রসারণের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাবে। রাজস্ব সম্মেলনের মাধ্যমে কর আহরণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ ফুটে উঠবে এবং তা উত্তরণে সংশ্লিষ্ট সকলে সততা, এক্যগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

রাশিয়া-ইউক্রেন চলমান সংঘাতের ফলে বৈশ্বিকসহ বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও নানাবিধ বিরূপ প্রভাব পড়ছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক এই প্রেক্ষাপটে অভ্যন্তরীণ খাত থেকে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আরো উদ্যোমী হয়ে কাজ করবে বলে আমি আশা করি।

আমি ‘রাজস্ব সম্মেলন-২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

 **জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

জাহিদ/জুলফিকার/রবি/শামীম/২০২৩/১১২৬ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৩

**রাজস্ব সম্মেলন** **উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২০ মাঘ (৩ ফেব্রুয়ারি) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৪ ফেব্রুয়ারি ‘রাজস্ব সম্মেলন-২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক ঢাকায় দুই দিনব্যাপী ‘রাজস্ব সম্মেলন- ২০২৩’ আয়োজনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঢাকার আগারগাঁওয়ে নবনির্মিত রাজস্ব ভবনের উদ্বোধন আমাদের অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রাজস্ব বোর্ডের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের বাজেটের বড় অংশের যোগানদাতা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। অবকাঠামোগত বিভিন্ন মেগা প্রকল্পসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থের যোগান অতীব জরুরি। এলক্ষ্যে এনবিআরকে কর আদায়ের ক্ষেত্র বাড়াতে হবে এবং দায়িত্ব পালনে আরো দক্ষ হতে হবে। এজন্য দরকার কর্মীবান্ধব পরিবেশ। এনবিআর আওতাধীন আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগের জন্য নির্মিত নতুন ভবন কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও কর্মচারীদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং বিভাগসমূহের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ সহজতর করবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি আশা করি রাজস্ব সম্মেলনে কর কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, করদাতাগণ প্রয়োজনীয় তথ্য ও কর সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কিত তথ্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে একটি করবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। রাজস্ব আহরণের চলমান গতিধারাকে আরো বেগবান করতে আমি সম্মানিত করদাতা, ব্যবসায়ী এবং ভোক্তাসাধারণসহ দেশের সর্বস্তরের জনগণকে আইনানুযায়ী রাজস্ব প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ‘রাজস্ব সম্মেলন- ২০২৩’ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/জুলফিকার/রবি/শামীম/২০২৩/১১৩৬ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১২

**বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলার ৮ম জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২০ মাঘ (৩ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৪ ফেব্রুয়ারি ‘বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা এর ৮ম জাতীয় সম্মেলন-২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা এর ৮ম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে আমি সংগঠনটির উপদেষ্টা, পৃষ্ঠপোষক, শিশু কিশোর ও অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের অত্যন্ত ভালবাসতেন। শিশুদের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম মমতা। তিনি শিশুদের কল্যাণে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিশেষ বিধান সংবিধানে যুক্ত করেছিলেন। ১৯৭৪ সালে তিনি শিশু আইন প্রণয়ন করেন এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেন।

জাতির পিতার আদর্শকে আমরা ধারণ করি, তাঁর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আওয়ামী লীগ সরকার শিশুদের কল্যাণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে ‘বিশ্ব শিশু দিবস' ও 'শিশু অধিকার সপ্তাহ' পালন করা হচ্ছে। জাতীয় শিশু নীতি-২০১১, শিশু আইন-২০১৩, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় শিশু দিবস, বাল্যবিবাহ নিরোধ দিবস পালন, পথশিশুদের পুনর্বাসন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুদের জন্য নিরাপত্তা, খাদ্য ও পুষ্টি, আশ্রয় ও সুরক্ষা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক সম্পর্কিত নানাবিধ কর্মসূচিসহ শিশু শ্রম বন্ধ করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় টেকসই উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শিশু কিশোরদের মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করা, তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন, সৃজনশীলতার বিকাশ এবং আত্মবিশ্বাসী করে তোলার লক্ষ্যে শিল্প, সাহিত্য এবং খেলাধুলার বিভিন্ন শাখায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াবে, আর সেই উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের কারিগর হবে আজকের সুশিক্ষিত প্রজন্ম।

আমরা সকল শিশু কিশোরের সমঅধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি পিতা-মাতা, পরিবার ও সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। শিশু কিশোরদের প্রতি সকল ধরনের সহিংস আচরণ, বৈষম্য ও নির্যাতন বন্ধ করার জন্য আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের শিশু কিশোরদের প্রতিভা বিকাশ, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের উপদেষ্টা করে গড়ে ওঠা এই শিশু কিশোর সংগঠন ৩২ বছর ধরে শিশু কিশোরদের নিয়ে কাজ করছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

আসুন, শিশু কিশোরদের কল্যাণে আমরা আমাদের বর্তমান সময়কে উৎসর্গ করি। আমি আশা করি, বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলাও উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের অভিযাত্রায় সামিল হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং এই শিশু কিশোরদের সাথে নিয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে আমরা সক্ষম হব, ইনশাল্লাহ ।

আমি ‘বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা'র ৮ম জাতীয় সম্মেলন-২০২৩' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/জুলফিকার/রবি/শামীম/২০২৩/১১১২ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১১

**বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলার ৮ম জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২০ মাঘ (৩ ফেব্রুয়ারি) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৪ ফেব্রুয়ারি ‘বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলার ৮ম জাতীয় সম্মেলন’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলার ৮ম জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে আমি সকল শিশু কিশোরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ নতুন প্রজন্মের কাছে ছড়িয়ে দিয়ে সোনার মানুষ সৃষ্টি করতে পারলে এই বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হবে। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। প্রতিকূল রাজনীতির স্রোত ঠেলে এগিয়ে চলেছেন দুর্বার গতিতে। তাঁর লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য পূরণে সকলকে দেশপ্রেম ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত অন্যতম শিশু কিশোর সংগঠন বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশু কিশোরদের প্রতিভা বিকাশে প্রশংসনীয় কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা আদর্শ নাগরিক তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা অব্যাহত রাখবে- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলার ৮ম জাতীয় সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/জুলফিকার/রবি/শামীম/২০২৩/১১০৭ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ